দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 2002

... জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলী...
নেতার পরীক্ষা সমাপ্ত ঃ সর্বত্র আলোচনার ঝ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি প্রশাসনের সহায়তায় পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় গতকাল পুরাতন কলাভবনে পরীক্ষা শেষ করেছেন। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহলে আলোচনার ঝড় উঠেছে।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, রোগী সেজে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ঢাকা মেডিকেলের কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহায়তায় পরীক্ষা কক্ষ থেকে বের করে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভা... ছাত্র এম এ শেষ বর্ষে নির্দেশনা গ্রুপ নি... সারাবছর পড়াশুনা করে, কিন্তু নির্দেশ... গ্রুপ থেকে পরীক্ষা না দিয়ে ১৯৯৯ সা... চূড়ান্ত পরীক্ষার একমাস পূর্বেই নাটক রচ... গ্রুপে পরীক্ষার জন্য আবেদন করে বিভাগী... চেয়ারম্যানের বরাবর। বিভাগীয় চেয়ারম্যা... তাকে নির্দেশনা গ্রুপ থেকে নাটক রচ... গ্রুপে যাবার জন্য সুপারিশ করেন। এ... সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে অফিস তাকে... নাটক রচনা গ্রুপে পরীক্ষাদানের অনুমতি...

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ছাত্রলীগ নেতার পরীক্ষা

৮-এরঃ পৃষ্ঠার পর

দেয়।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি এ কে এম রেজাউল হক তুহিন সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে নানারকম অপরাধসহ ছাত্রদলের বহু নেতা-কর্মীদের মারপিট করে। সরকার পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পরীক্ষা দিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সুস্থ হয়েও ঢাকা মেডিকেলে বেডে পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রার্থনা করলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে অনুমতি না দেয়ায় তার দলীয় একজন নার্সের সহযোগিতায় ভুয়া কাগজপত্র ম্যানেজ করে। ঐ কাগজপত্র দিয়েই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অনুমতি দান করে। যে কারণে রেজাউল হক তুহিন তার অবৈধ কাগজপত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দেখাতে পারেনি বলে তাকে হাসপাতালে পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি দান করে।

এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ কে এম রেজাউল হক তুহিনের কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের দু'জন সহকারী অধ্যাপক সাজ্জাদ আহসান ও মোঃ সানোয়ার হোসেন গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এ কে এম রেজাউল হক তুহিনের পরীক্ষা পরিদর্শনে যান। কিন্তু এ পরীক্ষার্থী ভুলের জন্য এবং নিজেদের পরিচয় দেয়ার পরও হাসপাতালের রেসিডেন্সিয়াল সার্জন ও পরিচালক অতর্কিত তাদের আক্রমণ করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সেই সময় উক্ত দু'জন শিক্ষক পরিচালককে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার অনুরোধ করলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা করেননি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে প্রত্যেক ছাত্রই মাস্টার্সে একটি গ্রুপ নিয়ে পড়াশুনা করে এবং বছর শেষে পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রাজনৈতিক কারণে বিভাগীয় সহায়তায় পরীক্ষার এক মাস পূর্বে বিভাগ পরিবর্তন করে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পায়। বিষয়টি সকল মহলে সমালোচিত হয়েছে।